দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত : আন্তমন্ত্রণালয় সভায় যাচ্ছে ১৫ ফেব্রুয়ারি

□ নিপা চৌধুরী

বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১২। এ আইনের একটি চূড়ান্ত খসড়া ইতোমধ্যে জমা দেয়া হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের আওতায় এ শিক্ষার সমাপনকারীদের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা মতো সনদপ্রদান করা হবে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। এছাড়াও একটি আলাদা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত একটি একক কারিকুলাম প্রণয়ন করা হবে। মন্ত্রণালয় জানায়, আইনটি নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার আন্তঃমন্ত্রণালয়ে একটি সাধারণ আলোচনা

পৃঃ ১৫ কঃ ১

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

করা হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আইনটি আরো উন্নত করা দরকার। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারিতে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এ আইন নিয়ে আরেক দফা আলোচনা করা হবে। এরপর সচিব কমিটির সুপারিশের জন্য পাঠানো হবে এবং কেবিনেটে উপস্থাপন করা হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মনে করেন, দেশে উন্নত মানবসম্পদে পরিণত করতে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১২ জারি করা প্রয়োজন। এ শিক্ষার আলোকে দেশের অনগ্রসর এলাকা এবং অতিবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই শিক্ষাক্রমের আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ শিক্ষা অর্জনে ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। তারা মনে করেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত যেসব শিশু-কিশোর ভর্তি হতে পারে না। যেসব শিশু ঝরে পড়ে যায়, তারা এ মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং এরমধ্যেও কিছু ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া হবে। যাতে তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। তাদের জন্যই এ শিক্ষা ব্যবস্থা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একেএম আব্দুল আউয়াল মজুমদার ইনকিলাবকে বলেন, সব দেশেই একটি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও আছে। তবে এর জন্য কোনো আইন তৈরি করা হয়নি। আইনটি গেজেটেড হলে একটি নিয়মের মধ্যে দিয়ে এ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা হবে। এতোদিন নিয়মনীতি ছাড়া সরকারি-বেসরকারি ও এনজিও যে যেভাবে পেরেছে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে এসেছে। এ আইনটি হলে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা মাঝপথে ঝরে পড়ে। ২০১৪ সালের মধ্যে দেশের সকল শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করতে ও শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে রাখতে এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করতেই এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। এতোদিন এ শিক্ষায় কোনো পদ্ধতিগত শিখন প্রক্রিয়া ছিল না। এ আইন প্রতিষ্ঠিত হলে একটি নির্দিষ্ট শিখন প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং এ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকাণ্ড একটি নিয়মনীতির মধ্যদিয়ে চলবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনে শিক্ষার পরিধি ও শিক্ষাক্ষেত্র

যথাযথ বয়সে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত সকল নারী-পুরুষ এ শিক্ষা অর্জন করতে পারবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, অনগ্রসর এলাকায় (হাওড়, চর, উপকূলীয় এবং পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী) এ শিক্ষা কেন্দ্র হতে পারে। এ কেন্দ্রগুলোতে পথশিশু, বেকার যুবক ও যুব মহিলা, স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মজীবী পুরুষ-মহিলা ও প্রতিবন্ধীরা শিক্ষা নিতে পারে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সাক্ষরতা ছাড়াও কৃষি, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, পরিবার, পরিকল্পনা, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও পশু পালন, কুটির শিল্প, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয় পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১২ শিরোনামে তৈরি করা চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনে পাঁচটি অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে প্রারম্ভিক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য-দল, শিক্ষার ক্ষেত্র, পরিধি, মান ও ইত্যাদি। তৃতীয় অধ্যায়ে সমতামান এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি। চতুর্থ অধ্যায়ে বাস্তবায়ন কাঠামো। এ অধ্যায়ে উপদেষ্টা পরিষদ, জাতীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন/সরকার, বেসরকারি অংশীদারিত্ব, একাডেমি, ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে বিবিধ। এ অধ্যায়ে অপরাধ ও দণ্ড, কার্যকারিতা ও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনে বলা হয়েছে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল স্তরে পাঠদানের মাধ্যম হবে বাংলা। তবে, বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইংরেজি বিষয়ও পড়ানো হবে। এ আইনে নৃ-গোষ্ঠীর জন্য তাদের প্রধান প্রধান স্বকীয় ভাষায় পাঠদানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মান সাধারণ শিক্ষার সমমানের সমান করা হয়েছে। এ শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত একটি একক কারিকুলাম অনুসরণ করা হবে। এই শিক্ষা সমাপনকারীদের যথাযথভাবে যোগ্যতা যাচাইয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদ প্রদান করা হইবে। এই সনদ দিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কোন শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যেকোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা রাখে বলে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরেও ভর্তি হতে পারবে। সনদ প্রদানের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সনদ প্রদানের অনুরূপ স্বায়ত্তশাসিত একটি বা সরকার নির্ধারিত সংখ্যক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড থাকবে। আরো বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের যেকোন পর্যায়ে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটালে বা কেউ বাধা দিলে তাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ড প্রদান করা হবে। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক (যুগ্ম-সচিব) মো. আলমগীর বলেন, এটি এখনও খসড়া। এ খসড়া নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে আরো আলোচনা করা হবে। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও উন্নয়ন সহযোগী এনজিওগুলো সাথে কথা বলার পর এটি চূড়ান্ত করা হবে। এরপর এটি সংসদে অনুমোদিত হতে হবে।